জেলা পরিষদ, ...

তাং ...	প্রাপ্তি নং ...
প্রশাসক	সচিব
সহঃ প্রকৌঃ	উপ সহঃ প্রকৌঃ
উঃ সহঃ (সাঃ)	হিসাব রক্ষক
উঃ সহঃ (কাঃ)	সার্ভেয়ার
সহঃ (আর্থিক ইজরা)	

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রণালয়
স্থানীয় সরকার বিভাগ
(জেলা পরিষদ শাখা)

স্মারক নং :- জেপশা/বিধি-২/২০০৭/ ১২৫৫

তারিখঃ ১০/৫/২০০৯ খ্রিস্টাব্দ

নির্দেশিকা

বিষয়ঃ বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচি (এডিপি) এর বরাদ্দকৃত অর্থ দ্বারা প্রকল্প গ্রহণ ও বাস্তবায়ন সংক্রান্ত ।

সরকারি অর্থের সদ্ব্যবহার, সুষ্ঠু তদারকি নিশ্চিত করণ এবং যথাসময়ে প্রকল্পের বাস্তবায়ন কাজ সম্পন্ন করার লক্ষ্যে জেলা পরিষদের অনুকূলে এডিপির বরাদ্দকৃত অর্থ দ্বারা প্রকল্প গ্রহণ ও বাস্তবায়নের জন্য এডিপি বরাদ্দের আওতায় প্রকল্প গ্রহণ সংক্রান্ত ইতোপূর্বে জারীকৃত সকল নির্দেশনা/নীতিমালা বাতিলক্রমে নিম্নেবর্ণিত নতুন নির্দেশিকা জারী করা হলো ঃ

১। এডিপি সাধারণ বরাদ্দের আওতায় থোক বরাদ্দকৃত অর্থ দ্বারা প্রকল্প বাস্তবায়নের ক্ষেত্রে উপজেলাওয়ারী আয়তন, জনসংখ্যা ও অনগ্রসরতা বিবেচনায় অর্থ বরাদ্দ দিতে হবে;

২। এডিপি অর্থ দ্বারা মাঠ পর্যায়ে যথাযথভাবে যাচাইক্রমে জনগুরুত্ব সম্পন্ন ও আশু প্রয়োজনীয় প্রকল্পসমূহ গ্রহণ করতে হবে। গৃহীত প্রকল্পসমূহ জেলা পরিষদ উন্নয়ন সমন্বয় কমিটিতে পর্যালোচনাপূর্বক প্রশাসনিক অনুমোদনের জন্য স্থানীয় সরকার বিভাগে প্রেরণ করতে হবে;

৩। প্রকল্প প্রস্তাব মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ কালে অনুসরণীয় বিষয়সমূহ ঃ

ক) বরাদ্দ প্রাপ্তির ২০ দিনের মধ্যে "জেলা পরিষদ আইন, ২০০০ এর তফসিলে" বর্ণিত কার্যাবলী এবং এডিপি বরাদ্দের নির্দেশিকাটি যথাযথভাবে পর্যালোচনাপূর্বক প্রকল্প অনুমোদনের প্রস্তাব স্থানীয় সরকার বিভাগে প্রেরণ করতে হবে।

খ) রাস্তা উন্নয়ন সংক্রান্ত প্রকল্পের প্রস্তাবে রাস্তার দৈর্ঘ্যসহ কি কাজ করা হবে তা সুস্পষ্টভাবে উল্লেখ থাকতে হবে। ৫.০০ লক্ষ টাকার অধিক ব্যয়ে গৃহিত প্রকল্পের ক্ষেত্রে প্রাক্কলন প্রেরণ করতে হবে।

গ) জেলা পরিষদ উন্নয়ন সমন্বয় কমিটির সভার কার্যবিবরণীর মূল কপির সত্যায়িত অনুলিপিসহ (সভায় উপস্থিত সদস্যগণের স্বাক্ষরযুক্ত হাজিরা বিবরণীসহ) অন্যান্য কাগজাদি যথাযথভাবে সত্যায়িত করে প্রেরণ করতে হবে।

ঘ) গৃহীত প্রকল্পসমূহের একটি পৃথক তালিকা করতে হবে। উক্ত তালিকায় কত ভাগ প্রকল্প দরপত্র এবং কতভাগ প্রকল্প, প্রকল্প কমিটির মাধ্যমে বাস্তবায়ন করা হবে তা উল্লেখ থাকতে হবে এবং মোট বরাদ্দের কত ভাগ প্রকল্প, প্রকল্প কমিটির মাধ্যমে বাস্তবায়নের জন্য গ্রহণ করা হয়েছে তা উল্লেখ করতে হবে।

ঙ) অগ্রগামী পত্রে কত টাকায় কতটি প্রকল্প গ্রহণ করা হয়েছে, জেলা পরিষদ উন্নয়ন সমন্বয় কমিটির কত তারিখের সভায় প্রকল্পসমূহ অনুমোদিত হয়েছে তা সুস্পষ্টভাবে উল্লেখ করতে হবে।

চ) বরাদ্দকৃত অর্থ হতে আংশিকভাবে/পর্যায়ক্রমে প্রকল্প প্রস্তাব প্রেরণ যথাসম্ভব পরিহার করতে হবে।

৪। স্যানিটেশন এবং আর্সেনিকমুক্ত টিউবওয়েল স্থাপন প্রকল্পে মোট বরাদ্দের ১০% ভাগ এবং সামাজিক ও শিক্ষা খাতে ১০% ভাগ অর্থ ব্যয় করা যাবে।

৫। এডিপি বরাদ্দকৃত অর্থ দ্বারা ৫০,০০০/-(পঞ্চাশ হাজার) টাকার নীচে কোন প্রকল্প গ্রহণ করা যাবে না।

৬। ১,০০,০০০/-(এক লক্ষ) টাকা মূল্যমানের প্রকল্প/প্রকল্পসমূহ প্রকল্প বাস্তবায়ন সংক্রান্ত কমিটির মাধ্যমে বাস্তবায়ন করা যাবে। তবে ১,০০,০০০/-(এক লক্ষ) টাকার অধিক যে কোন পরিমাণের প্রকল্প/প্রকল্পসমূহ বিধিমোতাবেক দরপত্র আহবানের মাধ্যমে বাস্তবায়ন করতে হবে।

৭। মন্ত্রণালয় কর্তৃক প্রকল্প বাস্তবায়ন কমিটি সংক্রান্ত জারীকৃত নীতিমালার আলোকে শুধুমাত্র সামাজিক/শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের প্রকল্পসমূহ, প্রকল্প বাস্তবায়ন সংক্রান্ত কমিটির মাধ্যমে বাস্তবায়ন করা যাবে; তবে ঐসকল প্রকল্পে কোন অবস্থাতেই এডিপির মোট বরাদ্দের ৩০% ভাগের বেশী অর্থ ব্যয় করা যাবে না। এছাড়াও কোন অবস্থাতেই রাস্তাঘাট, ব্রীজ, কালভার্ট নির্মাণের মত কারিগরি কাজ প্রকল্প বাস্তবায়ন কমিটি দ্বারা বাস্তবায়ন করা যাবে না।

৮। প্রকল্প গ্রহণের ক্ষেত্রে প্রথমেই জেলা পরিষদ কর্তৃক বাস্তবায়নাধীন চলমান প্রকল্পে অর্থ বরাদ্দ করতে হবে। দ্বিতীয় পর্যায়ে রাস্তাঘাট, ব্রীজ, কালভার্ট, যাত্রী ছাউনী, পাঠাগার ইত্যাদি প্রকল্প গ্রহণ এবং পূর্বে তৈরী রাস্তাঘাট, ব্রীজ, কালভার্ট, ডাকবাংলো, অডিটরিয়াম, যাত্রী ছাউনী, পাঠাগার ইত্যাদি প্রকল্প, যেগুলো মেরামতের প্রয়োজন আছে, এমন প্রকল্পগুলোকে প্রাধান্য দিতে হবে। বাকী অর্থ দ্বারা নতুন প্রকল্প গ্রহণ করতে হবে।

৯। মেরামতের জন্য জেলা পরিষদ গৃহীত প্রকল্প/প্রকল্পসমূহের তালিকা প্রতি অর্থবছরের শুরুতে জেলা পরিষদ উন্নয়ন সমন্বয় কমিটির অনুমোদন নিয়ে স্থানীয় সরকার বিভাগে প্রেরণ করতে হবে। এ বিভাগের অনুমোদনের পর বিধি-মোতাবেক প্রকল্প/প্রকল্পসমূহ বাস্তবায়নের পদক্ষেপ নিতে হবে।

১০। জেলা পরিষদের মাধ্যমে সামাজিক/শিক্ষা/ধর্মীয় প্রতিষ্ঠানের প্রকল্প/প্রকল্পসমূহ বাস্তবায়নের পদক্ষেপ গ্রহণ করা হলে সেক্ষেত্রে প্রকল্প সমাপ্তির পর প্রকল্পস্থানে জেলা পরিষদ.....এর সৌজন্যে/অর্থায়নে কথাটি লিখতে হবে। গৃহীত প্রকল্প/প্রকল্পসমূহের বিস্তারিত তথ্য উল্লেখ পূর্বক সাইন বোর্ড সংশ্লিষ্ট এলাকার গুরুত্বপূর্ণ স্থানে প্রদর্শন করতে হবে।

১১। প্রকল্পসমূহ যথাযথভাবে বাস্তবায়নের লক্ষ্যে জেলা পরিষদের কর্মকর্তাবৃন্দ প্রকল্প স্থান পরিদর্শন করবেন ও বাস্তবায়নের অগ্রগতি পরিবীক্ষণ করবেন।

১২। ৫০.০০ লক্ষ টাকার উর্ধ্বের প্রকল্প বাস্তবায়নের ক্ষেত্রে নির্বাহী প্রকৌশলী, এলজিইডি, নির্বাহী প্রকৌশলী, গণপূর্ত বিভাগ বা তাঁর প্রতিনিধি (সহকারী প্রকৌশলী-এর নিম্নে নয়) এবং সহকারী প্রকৌশলী, সংশ্লিষ্ট জেলা পরিষদ সমন্বয়ে ৩ সদস্য বিশিষ্ট একটি কারিগরি কমিটি থাকবে। উক্ত প্রকল্পসমূহের ঠিকাদার-কে বিল পরিশোধের পূর্বে কারিগরি কমিটি সরেজমিনে সমাপ্তকৃত কাজ পরিদর্শন করবেন। কাজের মান স্পেশিফিকেশন অনুযায়ী সন্তোষজনক বিবেচিত হলে প্রাপ্য বিল পরিশোধ করতে হবে এবং এ সংক্রান্ত একটি প্রতিবেদন মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ করতে হবে।

১৩। বরাদ্দকৃত সমুদয় অর্থ প্রতি অর্থ বছরের ৩০ জুন এর মধ্যে আবশ্যিকভাবে ব্যয় করে স্থানীয় সরকার বিভাগকে অবহিত করতে হবে।

(মাহমুদা খাতুন)
সিনিয়র সহকারী সচিব
ফোনঃ ৭১৬৯২৭৪

প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা/সচিব
জেলা পরিষদ, ...(সকল)।